দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ পৃষ্ঠা কলাম

21 2002

হামিদা আলী এবং ব্যর্থ অভ্যুত্থান

জি মহিউদ্দিন রিপন
লক্ষরহাট, ফেনী।

অধ্যক্ষা হামিদা আলী দেশের একজন স্বনামধন্য শিক্ষিকা, একজন সফল প্রশাসকের প্রতিমূর্তি। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতাম এতদিন। ভবিষ্যতেও সে বিশ্বাস থাকবে; কিন্তু মনের মধ্যে খটকা লাগিয়ে দিলেন তিনি নিজেই বিদায় বেলায়। যা ওনার মতো মানুষ গড়ার কারিগরের কাছে কোন নির্বোধও আশা করে না। যে হামিদা আলীর নিয়মতান্ত্রিক অবসরের পর তার সুনিপুণ, সাফল্যগাথা কীর্তির জন্য একটি গ্রেট ফেয়ারওয়েল অপেক্ষা করছিলো এবং সেটিই তার ন্যায্য পাওনা ছিলো। সে হামিদা আলী এত বিতর্কের রচনা করে প্রস্থান নেবেন ভাবাই কষ্টকর। বিধি মোতাবেক ৬০ বছর পূর্ণ হলে যে কোন এমপ্লায়ার অবসর নেবেন এই আইনটি মিসেস হামিদা আলীকে কেউ শিখিয়ে দিতে হবে না– তিনি ভালো করে জানেন। তিনি আরো জানেন, ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যতিক্রমও হয়, অর্থাৎ মেধাবী, অতিযোগ্যতাসম্পন্ন, সৎ ব্যক্তিবর্গের ৬০ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পরও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়ার দৃষ্টান্তও রয়েছে এবং তা মিসেস হামিদা আলীও ভোগ করেছেন ৬০ বছরের অতিরিক্ত আরো ৫ বছর। এক-দু'বার নয়, তিন-তিনবার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন। চুক্তির মেয়াদ শেষে স্বাভাবিকভাবেই তিনি এবার বিদায়ের জন্য তল্পিতল্পা গুছাবেন কেউ স্মরণ করে দেয়ার পূর্বেই মিসেস হামিদা আলীর মতো মেধাবী, গুণীজনের স্মরণ থাকার কথা। কিন্তু তা না করে তিনি যে কেন আনাড়িপনা করে একটা ব্যর্থ অভ্যুত্থান ঘটানোর অপচেষ্টা করে সম্মান খোয়ালেন তা বোধগম্য হচ্ছে না বলে আমার এ লেখা। বুঝ হওয়ার পর থেকেই প্রচারমাধ্যম টেলিভিশন, পত্রিকার পাতায় অধ্যক্ষা হামিদা আলীর অতি সুন্দর সুন্দর নীতিবান বক্তব্য শুনতাম। সে হামিদা আলী তার পদ আঁকড়ে রাখার স্বার্থে ছোট ছোট ছাত্রীদের দিয়ে আন্দোলনের নামে একটা তামাশা না করলেই কি হতো না? হ্যাঁ তিনি যুক্তি দেখাতে পারেন গভর্নিংবডি তাকে রাখবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; কিন্তু তা যে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন করতেই হবে এরূপ বাধ্যবাধকতা আছে কি? আর না করলে কি ছাত্রীদের দিয়ে আন্দোলন করিয়ে অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করে ঐ মধুমাখা চেয়ারটি দখলে রাখতেই হবে? তা না হলে ছাত্রীরা যখন আন্দোলন করে ক্লাস মিস করে, তখন মিসেস হামিদা আলী কি একজন আদর্শ শিক্ষকের মতো বলতে পারতেন না; মেয়েরা তোমরা পড়ালেখা নষ্ট করো না, মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করো, এটা তোমাদের জানবার বিষয় নয়। অধ্যক্ষা হামিদা আলীর মতো একজন বিচক্ষণ শিক্ষিকা তো নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না। তাহলে আমরা শুধু শুধু রাজনৈতিক লোকদের স্বার্থপর বলে তাদের মুণ্ডপাত করে লাভ কি?

পিছনে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, '৮১ সালে যখন মিসেস হামিদা আলী এ চেয়ারটি অলংকৃত করেন তখনও তিনি একটি কেলেংকারি সৃষ্টি করেছিলেন। ভিকারুননেসা নূন স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষা মিসেস আয়েশা চৌধুরীকে তিনি চরম অপমান করেছিলেন তৎকালীন গভর্নমেন্টের প্রতাপ খাটিয়ে। হামিদা আলী ছিলেন স্কুলের গভর্নিংবডির মেম্বার। হামিদা আলীর কাছে অপমানিত হয়ে প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন অধ্যক্ষা মিসেস আয়েশা চৌধুরীর মতো একজন ভদ্রমহিলা পদত্যাগ করেন। অগণিত ছাত্রী, অভিভাবক রিকোয়েস্ট করেও অধ্যক্ষা আয়েশা চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। এরপরই মিসেস হামিদা আলী ভিকারুননেসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। একটা সময় তিনিও অবসরে যাবেন এটা তার নিশ্চয়ই জানা আছে। কিন্তু সম্মানজনক অবসর না নিয়ে গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বাহুশক্তি খাটাতে গিয়ে তিনি যেভাবে অপসারিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, কোন নীতিবান শিক্ষকের কাছে তা কাম্য নয়। মিসেস হামিদা আলী সম্মানজনক বিদায় নিতে দেননি অধ্যক্ষা আয়েশা চৌধুরীকে, তেমনি বিদায় বেলায় তিনিও তার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান পাননি, হয়তো এটা তার প্রায়শ্চিত্ত। মিসেস হামিদা আলীর মতো তার আরো অনেক সুযোগ্য সহকর্মী সিনিয়র শিক্ষিকা নিশ্চয় আশা করেন একটা সময় তারাও অধ্যক্ষের মর্যাদাপূর্ণ আসনটি অলংকৃত করার, এটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। তাই বার বার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের আশা না করে তার সহকর্মীদের জন্য পদটি ছেড়ে দেয়া কি উচিত ছিলো না? পরিশেষে শ্রদ্ধেয় হামিদা আলীর কাছে আমরা তিনটি প্রশ্ন : (১) ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর অবসর নেয়ার বিষয়টি কি আপনি মানেন না। অথবা আপনি কি মনে করেন, যতদিন শক্তি-সামর্থ্য আছে ইচ্ছামতো ততদিন ঐ আসন কুক্ষিগত করে রাখাই উচিত? এ আসনটি কি এতই মধুমাখা? (২) আপনি কি মনে করেন আপনি ছাড়া অধ্যক্ষার এ আসনে বসার কারো অধিকার নেই অথবা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার কারো যোগ্যতা নেই? (৩) আপনি কি মনে করেন ঐ আসনটিতে আপনি না থাকলে ভিকারুননেসা নূন স্কুলটি উচ্ছন্নে যাবে বা ধ্বংস হয়ে যাবে?

আইডিয়াল স্কুলের সাবেক সফল অধ্যক্ষ ফয়জুর রহমান সাহেব অপসারণের পর ২০০২ সালের সে স্কুলের এসএসসি ফলাফল কি তা প্রমাণ করে? সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। যেতে নাহি চায় মন তবু যেতে হয়। গুডবাই অধ্যক্ষা হামিদা আলী।